পলিসি ব্রিফ
# ১০২/ ২০২১
মার্চ ২০২১

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

# ঢাকা শহরে মশা নিয়ন্ত্রণ: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

## ভূমিকা

২০১৯ সালে ব্যাপকভাবে ডেঙ্গু রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি এবং প্রাণহানির প্রেক্ষিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বাংলাদেশে বিশেষ করে ঢাকায় ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম কতটুকু কার্যকর হচ্ছে এবং কার্যকর না হলে কেন হচ্ছে না, এক্ষেত্রে সুশাসনের ঘাটতিগুলো কী কী, এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় কী তা নিয়ে 'ঢাকা শহরে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে যা উক্ত বছর ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে এই গবেষণায় প্রস্তাবিত সুপারিশ বিবেচনার উদ্দেশ্যে প্রতিবেদন ও পলিসি ব্রিফ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের কাছে পাঠানো হয়।*

উপরোক্ত গবেষণায় দেখা গিয়েছিল যে বাংলাদেশে গত কয়েক বছর ধরে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব থাকলেও জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে ডেঙ্গু মশা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। ঢাকা শহরের এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় নি। ক্রয়ের সুযোগ বেশি থাকার কারণে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম শুধু রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা-কেন্দ্রিক ও অ্যাডাল্টিসাইড পদ্ধতিনির্ভর যা এডিস মশার ক্ষেত্রে কার্যকর নয়। এই কীটনাশক ক্রয় করতে যথাযথভাবে সরকারি ক্রয় আইন অনুসরণ করা হয়নি, ফলে মানহীন ও অকার্যকর কীটনাশক ক্রয় করার কারণে সরকারি অর্থের অপচয় হয়েছে। এছাড়া ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের প্রকৃত চিত্র চিহ্নিত করা, এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও বিভাগসমূহের মধ্যে সমন্বয়, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতির ফলে যথাসময়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। বিক্ষিপ্তভাবে অকার্যকর কার্যক্রম গ্রহণ এবং সিটি কর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে সারা দেশে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে লক্ষাধিক মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয় এবং দুই শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে কিউলেক্স মশার পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় চারগুণ বৃদ্ধির তথ্য পাওয়া গিয়েছে, যা জনগণের ব্যাপক দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে টিআইবি'র পূর্বের গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে ও বর্তমান পরিস্থিতিকে বিবেচনা করে এডিস মশাসহ সব ধরনের মশা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ ও এই কার্যক্রমে সুশাসন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য নিচের সুপারিশগুলো প্রস্তাব করা হচ্ছে।

## ক. কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

| করণীয় | বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ |
|---|---|
| ১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে এডিস মশাসহ অন্যান্য মশা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে যেখানে সকল অংশীজনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুস্পষ্ট করা হবে। | স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর |
| ২. জাতীয় কৌশল ও কর্মপরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে মশা নিধনে নিজস্ব পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। | ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও স্থানীয় সরকার বিভাগ |
| ৩. মশা নিয়ন্ত্রণে সকল প্রকার পদ্ধতির ব্যবহার নিশ্চিত করে দুই সিটি কর্পোরেশনকে একইসাথে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। মশা নিধনে পরিবেশবান্ধব পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে (যেমন, মশার উৎস নির্মূল - পরিত্যাক্ত বর্জ্য, ঝোপঝাড়, ড্রেন, ডোবা, নালা এবং খাল নিয়মিত পরিষ্কার করা, পরিবেশবান্ধব রাসায়নিক ব্যবহার)। বছরব্যাপী এ কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। | ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন |

* (গবেষণা সংক্রান্ত সকল দলিল বর্তমানে টিআইবি'র ওয়েবসাইটে https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/research-policy/96-fact-finding-studies/6087-2019-09-25-05-11-22 লিংকে পাওয়া যাবে।)

## খ. আইনি সংস্কার

| করণীয় | বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ |
|---|---|
| ৪. এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে নির্মাণাধীন ভবন, নির্মাণ প্রকল্প ইত্যাদি বিষয় সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের (রিহ্যাব, হাউজিং এস্টেট কোম্পানি ইত্যাদি) দায়িত্ব ও কর্তব্য কী হবে তা সংশ্লিষ্ট আইনগুলোতে স্পষ্ট করতে হবে। দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিধান থাকতে হবে। | স্থানীয় সরকার বিভাগ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন |

## গ. এডিস মশা জরিপ, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ, ডেঙ্গুর আগাম সতর্কতা এবং সমন্বিত পদ্ধতি প্রয়োগ

| করণীয় | বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ |
|---|---|
| ৫. সকল সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল ও রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালনায় একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজের অধীনে নিয়ে আসতে হবে, যেখানে সকলের অভিগম্যতা নিশ্চিত থাকবে। ডেঙ্গু রোগী চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে সিটি কর্পোরেশন এবং দেশের অন্য এলাকায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। | স্বাস্থ্য অধিদপ্তর |
| ৬. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) ইত্যাদি দপ্তরের সহযোগিতা নিয়ে প্রতিবছর ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের শুরুতেই (মে-আগস্ট) সব হটস্পট চিহ্নিত করতে হবে এবং এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। | ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন |
| ৭. এডিস মশার জরিপ কার্যক্রম ঢাকার বাইরে সম্প্রসারিত করতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কীটতত্ত্ববিদ, বেসরকারি গবেষণা সংস্থা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। | স্বাস্থ্য অধিদপ্তর |
| ৮. চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা বিশেষ করে নির্মাণাধীন ভবন ও প্রকল্প এলাকাসমূহে নিয়মিত নজরদারীর ব্যবস্থা এবং উৎস নির্মূলসহ সমন্বিত ব্যবস্থা প্রয়োগের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বিশেষ দল বা র‍্যাপিড একশন টিম গঠন করা যেতে পারে। | ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন |

## ঘ. জনবল ও প্রশিক্ষণ

| করণীয় | বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ |
|---|---|
| ৯. জনসংখ্যা, আয়তন, ডেঙ্গু আক্রান্তের হার, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ইত্যাদি বিবেচনা করে মাঠ পর্যায়ের জনবলের চাহিদা নিরূপণ এবং চাহিদার ভিত্তিতে নিয়োগ বা আউট সোর্সিং করতে হবে; এর জন্য পর্যাপ্ত ও সুষম বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে। | ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন |
| ১০. মশা নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধির সমন্বয়ে এলাকাভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করতে হবে | |
| ১১. মশা নিধন কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক দলকে মশা নির্মূলের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। | |

## ঙ. মশক নিধন কীটনাশক ও উপকরণ ক্রয়

| করণীয় | বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ |
|---|---|
| ১২. উপযুক্ত কীটনাশক ও এর চাহিদা নির্ধারণ, ক্রয়, কার্যকরতা ও সহনশীলতা পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে বিশেষজ্ঞ কারিগরি কমিটি করতে হবে, তাদের কার্যক্রম নিয়মিত হতে হবে এবং সভাগুলোর কার্যবিবরণী প্রকাশ করতে হবে। | ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন |
| ১৩. অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে কীটনাশক ক্রয় প্রক্রিয়ায় জাতীয় ক্রয় আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করতে হবে। | |
| ১৪. মশা নিধন কার্যক্রম-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম-দুর্নীতি ও দায়িত্বে অবহেলার বিষয়গুলো তদন্ত করে সংশ্লিষ্টদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে। | |